দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ: 24 SEP 2017 পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

জাবির নতুন মেডিক্যাল ভবনে ফাটল

জাবি প্রতিনিধি ■

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) নতুন মেডিক্যাল সেন্টার নির্মাণের ২ বছরের মাথায় ফাটল ধরেছে। দেয়ালের বালি-সিমেন্টের আবরণ ও চুনকাম খসে পড়েছে। এ নিয়ে কোনো সদুত্তর দিতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সরেজমিন দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে রোগীদের শয্যা রুমের দেয়ালের বালি-সিমেন্টের আবরণ ও চুনকাম খসে পড়ছে। একই সঙ্গে পুরো রুমের দেয়ালে ফাটল ধরেছে এবং পাশের রুমের দেয়ালেও ফাটল ধরে চৌচির হয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং অফিস সূত্রে জানা যায়, ১ কোটি ৮ লাখ ৫৪ হাজার ৫৭০ টাকা ব্যয়ে চারতলা বিশিষ্ট মেডিক্যাল সেন্টারটির ১ম তলার কাজ ২০১৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি শুরু করে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স। প্রাথমিকভাবে মেডিক্যাল সেন্টারটিতে ১৩টি কক্ষ ও ৬টি শয্যা রয়েছে।

২০১৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এ মেডিক্যাল সেন্টারের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আধুনিক মানের একটি মেডিক্যাল সেন্টারের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিল। আন্দোলনের মুখে ত্বরিত গতিতে অপরিকল্পিতভাবে ২০১৩ সালের প্রথম দিকে মেডিক্যাল সেন্টারটির নির্মাণের কাজ শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

মেডিক্যাল সেন্টারের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, যেহেতু মেডিক্যালে সেন্টার তৈরি হয় রোগীদের জন্য সেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের প্রয়োজন হয়। এ কারণে মেডিক্যালগুলো সাধারণত নির্মিত হয়ে উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে। যাতে আলো বাতাস চলাচলে সুবিধা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে পূর্ব-পশ্চিম মুখ করে। যার কারণে কোনো পর্যাপ্ত আলো বাতাস ঢুকতে পারে না। নিম্নমানের কাজ হওয়ায় এত অল্প সময়ে দেয়ালে ফাটল ধরেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ভবন নির্মাণের এত কম সময়ে ফাটল ধরা, বালি-সিমেন্ট খসে পড়া থেকে প্রমাণিত হয় টাকা খরচ ঠিকই হয়েছে কিন্তু নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে মেডিক্যাল সেন্টারটি নির্মাণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. আমির হোসেন বলেন, আমাদের উপাচার্য মহোদয় কয়েকদিন আগে মেডিক্যাল সেন্টার পরিদর্শন করেছেন। সার্বিক বিষয় অবহিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিগগিরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................
সিস্টেম এনালিস্ট
সি. টি. ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি. এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর